দৈনিক ইত্তেফাক

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় ঘাপলা॥ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হয়রানি

গাইবান্ধা সংবাদদাতা জানান, সুন্দরগঞ্জ উপজেলার নবনিযুক্ত ২০ জন প্রাথমিক শিক্ষকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের মহাপরিচালকের নির্দেশ মোতাবেক এই উপজেলায় ২০ জন প্রাইমারী শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণের জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিয়া নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই তাহাদের নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়। তাহারা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে যোগদানও করেন। ইহার পর গত ১১ই নভেম্বর প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের মহাপরিচালক এক তারবার্তায় প্রত্যেক উপজেলায় শিক্ষক নিয়োগ স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। কিন্তু এই উপজেলায় উক্ত সার্কুলার পাওয়ার আগেই শিক্ষক নিয়োগ হওয়ায় এক জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে।

শিক্ষা বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, এই উপজেলার শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ম মানা হয় নাই।

কারচুপির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগ

ঠাকুরগাঁও সংবাদদাতা জানান, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করিয়া পীরগঞ্জ উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের রহস্য ফাঁস হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, গত ১২ই নভেম্বর প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের মহাপরিচালক তারবার্তা মারফৎ সকল উপজেলা ও জেলা শিক্ষা বিভাগসহ জেলা প্রশাসককে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ স্থগিত রাখার নির্দেশ দিলেও ২৫শে নভেম্বর পীরগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা বিভাগ গোপনে ৬ জন প্রাথমিক শিক্ষক ও শিক্ষিকাকে নিয়োগপত্র দেয়। নিয়োগপত্র ইস্যু ও বিলির তারিখ দেখানো হয় ১৩ই নভেম্বর। বিভিন্ন নিয়োগপত্রের

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় ঘাপলা

(৩য় পৃঃ পর)

স্মারক নম্বর বিভিন্ন রকমের এবং একটি নিয়োগপত্রে কোন স্মারক নম্বরই নাই। গত ২৫শে নভেম্বর ৬ জন শিক্ষক ও শিক্ষিকা নিয়োগপত্র পাইলেও স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের ১৫ই নভেম্বরে কাজে যোগদানের রিপোর্ট গ্রহণে বাধ্য করা হয়। এদিকে ২২শে নভেম্বর সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক স্কুল পরিদর্শন রিপোর্টে উক্ত শিক্ষকদের পদ খালি বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে।